ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ৭ম সংখ্যা, আশ্বিন ১৪২৯

প্রাচীন ভারতে রাজধর্ম: উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব
[Rajadharma in Ancient India: aims and importance]

*ড. সেরিনা সুলতানা

Abstract: Rājadharma (Government and Statecraft), duties of a king has been a subject of discussion in works on dharmaśāstra from very ancient times. in the Śāntiparva of the Mahābhārata rājadharma is dealt with at great length in several chapters. The Manusmrti also states at the beginning of chapter vii that it will expond rājadharmas. That great literary activity on the science and art of government went on for many centuries before the christian era follows from several considerations. The Śāntiparva of the Mahābhārata states that all dharmas are merged in rājadharma; that rājadharmas are at the head of all dharmas (sarve dharmā rājadharmapradhānāṇ) It is an account of this all pervading influence of government or royal power that the Mahābhārata frequently emphasizes that the king is the maker of his age, that it is he who can usher a golden age or an age of strife and misery for the country. Indian Science of Polity has a recorded history of over two thousand years from at least 4th cent. B.C. Its growth was gradual but its aims and ideals and its main elements have been the same throughout the centuries. The Śāntiparva of the Mahābhārata begins by saying that the most desirable thing for a state is to crown a king, that in a kingless country there is no dharma, no security of life nor of property, that therefore the gods appointed kings for protecting people. All people went to Brahmā the creator and requested him to appoint a ruler whom they would all honour and who would protect them. In this Article entitled 'Rajadharma in Ancient India: aims and importance' king's duty towards his objects his aims and importance of Government and Statecraft have been discussed.

সৃষ্টির প্রথম পর্বে রাজা বা রাজনীতি সম্পর্কে আমাদের কোন ধারণাই ছিল না। যখন মানুষ সংহত হয়েছে, ছোট ছোট পরিবার যখন একটি বৃহৎ রূপ ধারণ করেছে তখন থেকেই রাজা বা রাষ্ট্রের ধারণাও আমাদের মধ্যে সংক্রমিত হয়েছে।

বৈদিক আর্যরা নিজেদের বাস বিস্তারের কারণে ভারতবর্ষের পূর্বতন অধিবাসী জনগোষ্ঠীর সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন অথবা শত্রুস্থানীয় দাস বা দস্যুদের পর্যুদস্ত করে স্বরাজ্য বিস্তার করেছেন, রাজ্যসৃষ্টির ব্যাপারে সেই চিরন্তন দেবাসুর দ্বন্দ্বের বিষয়টাই অনেক জায়গায় ব্যবহৃত হয়েছে। দেবাসুরদ্বন্দ্বে অসুররা বিজিত হলে দেবতারা পরাজয়ের গ্লানি থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য রাজার সৃষ্টি করলেন- "রাজানং করবামহাইতি।"

দৈবলোকের পর মনুষ্যলোকে সামাজিক বিশৃঙ্খলা থেকে অব্যাহতি হওয়ার জন্য তখন মহর্ষি মনুই প্রথম মনুষ্যলোকে শৃঙ্খলা আনার পরিকল্পনা করেন। ইতিহাস, পুরাণ বা ধর্মশাস্ত্রগুলোতে বিশৃঙ্খল

* সহযোগী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

অবস্থার মধ্যে শৃঙ্খলা আনার জন্য রাজার সৃষ্টি হয়েছে। রাষ্ট্রশাসনের জন্য রাজার যা কর্তব্য এবং যে-সকল নিয়মনীতি অনুসরণীয় বলে মনে করা হতো তাই ছিল রাজধর্ম।

রাজার ধর্ম রাজধর্ম। ধর্ম কেবলমাত্র শাস্ত্রীয় অনুশাসন নয়। ধর্ম অনুশাসনের সৃষ্টি করে এবং অনুশাসন ধর্মের ওপর অধিষ্ঠিত। ব্যুৎপত্তিগত দিক থেকে 'ধর্ম' শব্দের উৎপত্তি ধৃ ধাতুর সঙ্গে মন্ প্রত্যয় যোগে। ধৃ ধাতুর আভিধানিক অর্থ 'ধারণ করা', 'দৃঢ় সন্নিবদ্ধ করা', ঊর্ধ্বে তুলে ধরা ইত্যাদি। যা ধারণ করে থাকে তাই ধর্ম। বিশেষ অর্থে যা সমাজকে ধারণ করে থাকে তাই ধর্ম।

স্বয়ং ব্রহ্মার আদেশে রাজার সৃষ্টি। একারণেই প্রাচীন ভারতবর্ষে নৃপতিকে ঈশ্বরের বিভূতিস্বরূপ বলে মনে করা হতো। *শ্রীমদ্ভগবদগীতাতে* শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন "নরগণের মধ্যে আমি নরাধিপ" অর্থাৎ রাজাতে মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ। তাই রাজা ঈশ্বরের বিভূতিস্বরূপ।[১] রাজার সহজাত গুণাবলি আলোচনা করলে এই উক্তির সমর্থন মেলে।

লোকস্থিতি রক্ষাই রাজার উদ্দেশ্য। মুনি শমীক বর্ণিত অরাজক রাষ্ট্রের বর্ণনার মাধ্যমে রাজ্যে রাজার যে একান্ত প্রয়োজন তা উপলব্ধ হয়। ঋষি শমীক তাঁর পুত্র শৃঙ্গীকে বলেছিলেন অরাজক জনপদে সকলকেই ভয়ে দিন যাপন করতে হয়। উচ্ছৃঙ্খল প্রজাকুলকে নৃপতি একমাত্র দণ্ডের মাধ্যমে শান্ত করতে সমর্থ হন। রাজদণ্ডের ভয়ে প্রত্যেকে যখন আপন আপন কর্তব্য ও অধিকারে প্রতিষ্ঠিত থাকে তখনই সমাজে প্রকৃত শান্তি স্থাপিত হয়। বিদ্যা ও ব্রতস্নাত তপস্বীগণ রাজার সুব্যবস্থার ফলেই বেদের অধ্যয়ন অধ্যাপনা করতে পারেন। রাজার অনুপস্থিতিতে বর্ণসঙ্কর বৃদ্ধি পায়, সীমাহীন দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং যাগযজ্ঞাদি সৎকর্ম লোপ পায়।[২] বাল্মীকির মতে, জলশূন্য নদী, তৃণশূন্য বন, গোপালকশূন্য গোযূথ আর রাজা ব্যতীত রাজ্য একইভাবে নিরর্থক ও উদ্দেশ্যহীন। (যথা হ্যনুদকা নদ্যো যথা বাপ্যতৃণং বনম্। অগোপালা যথা গাবস্তথা রাষ্ট্রম্ অরাজকম্ ॥ (অযোধ্যাকাণ্ড ৬৭/২৯)। বস্তুত:

রাজা সত্যং চ ধর্মশ্চ রাজা কুলবতাং কুলম।।
রাজা মাতা পিতা চৈব রাজা হিতকরো নৃণাম্ ॥ (অযোধ্যাকাণ্ড ৬৭/৩৪)

লোককল্যাণব্রতী এমন শাসকের অভাবে রাষ্ট্র অরণ্যবৎ গণ্য হয়। অরাজক দেশে ব্যবহারকারী (পণ্যবিক্রেতা) ব্যক্তিগণ সফলমনোরথ হয় না। পুরাণশাস্ত্রাদি শ্রবণে প্রীতিমান লোকেরা কথকগণের কথায় অনুরক্ত হয় না। রাজশূন্য রাজ্যে কুমারিবৃন্দ সঙ্ঘবদ্ধভাবে সন্ধ্যায় ক্রীড়ার জন্য উদ্যানে বিহার করে না।[৩] একমাত্র রাজা থাকলেই অবলাগণ নানাবিধ অলঙ্কারে বিভূষিত হয়ে রাজপথে ভ্রমণে সক্ষম হয়। রাজশূন্য জনপদে বর্ণ ও আশ্রম ধর্ম রক্ষিত হয় না। *মনুসংহিতায়* তাই বর্ণ ও আশ্রমের রক্ষা বিধানার্থেই রাজার সৃষ্টি এইরূপ বলা হয়েছে।[৪] একমাত্র নৃপতির কারণেই প্রজাবৃন্দ স্বধর্মে অবিচল থাকতে পারে কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্রে* এরকমই বলা হয়েছে।[৫] *শুক্রনীতিসার* এবং অন্যান্য ধর্মগ্রন্থে প্রজাপালনই রাজার পরম ধর্ম একথা বিশেষভাবে ব্যক্ত হয়েছে।[৬] রাজা প্রজাবৃন্দকে স্বধর্মে অটুট রাখতে সক্ষম একথা *কালিকাপুরাণেও* পুরাণকার বলেছেন।[৭] রাজার মাধ্যমেই লোকস্থিতি সম্ভব। সম্ভবত রাজার এ জাতীয় গুরুত্ব উপলব্ধি করেই প্রাচীন ভারতের ঋষিকুল লোকস্থিতি রক্ষার্থে রাজধর্মালোচনায় প্রবৃত্ত হন।

রাজকর্মপালনে সহায়ক রাজকর্তব্য

আদর্শ রাজচরিত্রই চরিত্রগঠনের নিয়ামক। আদর্শ রাজার আচরণ কিরূপ হওয়া উচিত কোন গুণ অথবা নীতি আদর্শ রাজচরিত্র গঠনে সহায়ক এসব কিছুই রাজধর্মপালনের উদ্দেশ্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। রাজধর্মে গৃহী রাজার ধর্ম আলোচিত হয়েছে। *মহাভারতে*ও আদর্শ গৃহী রাজার গুণাবলি আলোচিত হয়েছে। যে নৃপতি নানাবিধ বস্তুর সংগ্রহে আগ্রহশীল, মিত্রাঢ্য ও উদ্যোগী সেই নৃপতিকে রাজসত্তম আখ্যায় বিভূষিত করা হয়।[৮] সাবধানতা অবলম্বন না করলে রাজধর্মপালনের উদ্দেশ্যে কর্মে নিযুক্ত হওয়া অসম্ভব হয়। রাজপুত্রেরা কর্কটের সমান ধর্মবিশিষ্ট হওয়ায় নিজ জনককে ভক্ষণ করতে পারে। এরূপ অনুপযুক্ত পুত্রকে রাজা কখনই রাজ্যে স্থাপিত করবেন না।[৯] রাজরূপ অগ্নি একদেশদাহী নয়- তাঁর অনুজীবীরা প্রতিকূল হলে তিনি পুত্রকলত্রসহ সমগ্র পরিবার নষ্ট করতে সক্ষম। অনুকূল হলে তিনি তাঁকে উন্নত করতে পারেন।

পৃথুকে প্রথম রাজা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে তাঁকে আদর্শ রাজা রূপে মেনে নিয়েছেন সে-যুগের মানুষেরা। *ঐতরেয় ব্রাহ্মণে* প্রজাপতি এবং অন্যান্য দেবতারা ইন্দ্রের দিকে অঙ্গুলিসংকেত করে বলেছেন দেবতাদের মধ্যে ইনিই হলেন সবচেয়ে উৎসাহশক্তিসম্পন্ন, বলিষ্ঠ, সবচেয়ে বড় বীর এবং তাঁকে যে কাজে নিযুক্ত করা যায় সেটিই তিনি নিপুণভাবে সম্পন্ন করতে পারেন- "অয়ং বৈ দেবানাম্ ওজিষ্ঠো বলিষ্ঠঃ সহিষ্ঠঃ সত্তমঃ পারয়িষ্ণুতমঃ।"[১০] আমরা একেই রাজা করি। এই ঘটনার মধ্যেও একনায়ক স্বভাব ব্যক্তির প্রতি সকলের সম্মতি এবং মনোনয়নের মধ্যে রাজাসৃষ্টির ধারণা পাওয়া গেল।

রাজার সৃষ্টির মূলে যে ঐশ্বরিকতার তত্ত্ব আছে তা প্রধানত ধর্মশাস্ত্র, *মহাভারত* এবং স্মৃতিশাস্ত্রগুলোর সময় থেকে তৈরি হয়েছে। সমাজে ব্রাহ্মণ্য প্রভাব যত বেড়েছে চাতুর্বর্ণ্যের বিভাগ যত দৃঢ় হয়েছে, ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় জাতি যত কাছাকাছি এসেছে রাজার সৃষ্টির মূলে ঐশ্বরিকতাও তত বেশি সংযুক্ত হয়েছে। মহর্ষি মনু তাই অল্পবয়সী মানবক রাজাকেও অবমাননা করতে নিষেধ করেছেন। রাজা দৈবগুণসম্পন্ন মানবস্বরূপ দেবতা। রাজার বিপুল প্রভাব, দণ্ড দানের শক্তি, সৈন্যসামন্ত, রাজকোষ ইত্যাদি সমস্ত কিছুর মধ্যেই চোখধাঁধানো একটা ব্যাপার আছে। বিশৃঙ্খলা যাকে মনু, কৌটিল্যের ভাষায় মাৎস্যন্যায় বলা হয়েছে সেই বিশৃঙ্খলার মধ্য থেকে ঐশ্বরিক আবেশ নিয়ে পৃথু জন্মালেন। তাহলে দেখা যায়, রাজার মধ্যে যেমন ঐশ্বরিক ক্ষমতা রয়েছে, ঐশ্বরিক তত্ত্ব রয়েছে, তেমনি সামাজিক চুক্তিও রয়েছে। পৃথু সমগ্র মানবসমাজকে রক্ষা করবেন বলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিলেন।[১১] পৃথু কেবলমাত্র ব্রাহ্মণদের সুরক্ষাবাক্য উচ্চারণ করেই রাজকর্মে নিযুক্ত হয়েছিলেন। দেবতার অংশ হিসেবে পৃথু দেবতা এবং ঋষিদের স্বার্থরক্ষাতে ব্যস্ত ছিলেন, মানুষের স্বার্থে নয়।

ভীষ্ম বলেছেন- অরাজক রাজ্যে পাপীদের পাপকর্ম করার মধ্যে শৃঙ্খলা থাকে না বলে, তারা সুখে থাকে না। এরকম অবস্থায় দুজন মানুষ একজোট হলেই ধনসম্পত্তি লুঠ হয়ে যায়। যে-কোনোদিন দাসবৃত্তি করত না, অরাজক বিশৃঙ্খলার মধ্যে সেই অদাসও দাস হয়ে যায়। অর্থাৎ মাৎস্যন্যায় দেখা দেয়। বলবান ব্যক্তি দুর্বলকে গ্রাস করছে ('অদাসঃ ক্রিয়তে দাসঃ হ্রিয়ন্তে চ বলাৎ স্ত্রিয়ঃ')। এই অরাজকতার মধ্যেই শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা একজোট হয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিলেন- "সমেত্য তান্ততশ্চক্রু সময়ানিতি নঃ শ্রুতম্।" তাঁরা ঠিক করলেন- যারা চিরকাল ভালো ভালো কথা বলে বক্তৃতা দিয়ে গেলেন এবং যারা দণ্ডদান করার সময় কঠিন এবং যারা চরিত্রহীন আমরা তাদের ত্যাগ করব। তাদের রাজ্যে আমরা থাকব না। এই রকম একটা সম্মিলিত সিদ্ধান্ত নিয়ে সকল মানুষ তখন

পিতামহ ব্রহ্মার কাছে গিয়ে বললেন আমাদের রক্ষা করার মতো কেউ নেই। আমাদের সর্বনাশ আসন্ন 'অনীশ্বরা বিনশ্যামঃ।' আপনি আমাদের এমন একজন মানুষ দিন যাকে আমরা সকলে সম্মান করব এবং যিনি আমাদের সকলকে রক্ষা করবেন "যং পূজয়েম সম্ভূয় যশ্চ নঃ প্রতিপালয়েৎ।"[১২]

যে-অর্থে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সামাজিক চুক্তির প্রসঙ্গ এসেছে সেখানে একটি পারস্পরিক দায়বদ্ধতার ব্যাপার আছে। রাজা সেখানে আইন বা ধর্মের ঊর্ধ্বে নন। রাজা এবং রাজ্যসৃষ্টির মূলে ঐশ্বরিকতাও আছে মানুষের হাতও আছে। রাজা এবং রাজতন্ত্রের মূলে প্রাচীন যুগে একটা নির্বাচনের স্পষ্টতা ছিল। এ ঘটনার মধ্যে প্রাচীনকালে রাজা নির্বাচনের আভাস মিললেও বৈদিক যুগ থেকেই বংশপরম্পরায় উত্তরাধিকার সূত্রে কতগুলো নাম পাওয়া যাচ্ছে। *শতপথব্রাহ্মণে* পৌসায়ন বংশে দশ পুরুষ ধরে রাজার রাজত্বলাভের বর্ণনা আছে। বৈদিক অভিধান *নিরুক্ত* গ্রন্থে রাজা হিসেবে ভীষ্মপিতা শান্তনুর উল্লেখ রয়েছে এবং তাঁকে নির্বাচিত করা হয়েছে তাঁর বড় ভাই দেবাপিকে বাদ দিয়ে। দেবাপির রাজা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তিনি ব্রাহ্মণ হয়ে যাওয়ায় শান্তনুকেই রাজা হিসেবে মনোনীত করেন অভিজাত সজ্জনেরা।

রামায়ণ মহাভারতে রাজতন্ত্রের ঐতিহাসিক সত্যতা ও বংশগত উত্তরাধিকারের তত্ত্ব সুনিশ্চিত হয়েছে। *রামায়ণে* প্রসিদ্ধ ইক্ষ্বাকুবংশ বা রঘুবংশের তালিকা যেমন রাজবংশের ঐতিহাসিক পরম্পরা প্রমাণ করে, *মহাভারতে* তা আরও বিশদ আকার ধারণ করেছে। *মহাভারতে* হস্তিনাপুরের পুরু-ভরত-কুরুবংশ পাঞ্চালে সঞ্জয় সোমক দ্রুপদের বংশ, মথুরায় যাদব বৃষ্ণি বংশ উত্তরাধিকারসূত্রে রাজবংশের ইতিহাস। *মহাভারতের* ভারত যুদ্ধের পরিণতিও এই উত্তরাধিকারের প্রমাণ। মনু বারবার সাবধান করে বলেছেন, নৈতিক বিধিনিয়মগুলো মেনে না চললে রাজা সপুত্রপরিবারে রাজ্যভ্রষ্ট হন। তাঁর মতে একজন আদর্শ রাজা কাম-ক্রোধ, লোভ মোহ, মদ মাৎসর্য ত্যাগ করে জিতেন্দ্রিয়তার জন্য যেমন প্রয়াসী হবেন, তেমনই বিদ্যাবৃদ্ধদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে নিজের প্রজার বিকাশ ঘটাবেন। রাজা নিজে যেমন প্রজাহিতে সংযোগ রক্ষা করবেন। তেমনই প্রজাদেরও নিজ নিজ কর্মসাধনে প্রবৃত্ত করবেন, তাঁদেরও নিজ মর্যাদায় স্থাপন করবেন।

কৌটিল্যের পূর্বাচার্যগণ মনে করেন নতুন রাজ্যে নিজের ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য নতুন রাজা প্রজাদের প্রতি অনেক বেশি অনুগ্রহশীল হন। তাঁরা দানে মানে প্রজাদের তুষ্ট করার চেষ্টা করেন অনেক বেশি- "নবস্তু রাজা স্বধর্মানুগ্রহপরিহারদানমানকর্মভিঃ প্রকৃতি-রঞ্জনোপকারৈশ্চরতি ইত্যাচার্যাঃ।" প্রজার আনুগত্যই রাজ্যশাসনের প্রধান ভিত্তি। নবীন রাজ্যাধিকারী যতই বলবান হন, তাঁর আভিজাত্য ইত্যাদি গুণ প্রজাদের মধ্যে নেই বলে প্রজারা তার বিরুদ্ধাচরণ করতে থাকে- "জাত্যমৈশ্বর্যপ্রকৃতিরনুবর্ততে ইতি। বলবতশ্চানভিজাতস্য উপজাপং বিসংবাদয়ন্তি।" কৌটিল্যের মতে প্রজা খ্যাপানোর মত অধর্মের কাজ আর নেই। সিংহাসনে আসীন রাজার মৃত্যু ঘটলে তাঁরই মতো গুণসম্পন্ন অথবা আপন গুণে গুণী রাজপুত্রকেই মন্ত্রীরা সিংহাসনে বসাবেন- "রাজপুত্রম্ আত্মসম্পন্নং রাজ্যে স্থাপয়েৎ।" বংশগত উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে কৌটিল্যের বিশ্বাস উপযুক্ত গুণসম্পন্ন পুত্র যদি রাজার না থাকে তবে স্ত্রীমদ্যাদি দোষে দুষ্ট রাজকুমারকেও রাজ্যের অধিকার দেয়া যেতে পারে।

রাজার গুণাবলি

গুণসম্পন্ন না হলে রাজপদে আরোহণের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। *যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার* প্রারম্ভেই বলা হয়েছে যে, মূর্ধাভিষিক্ত গৃহী রাজার বিশেষ ধর্ম হচ্ছে যে রাজা উৎসাহসম্পন্ন, বহুদর্শী, কৃতজ্ঞ,

তপোজ্ঞানাদিসম্পন্ন, বৃদ্ধের সেবক, বিনয়সম্পন্ন, সত্ত্ববান, সদ্বংশজাত, সত্যবাদী ও শুচি হতে হবে।[১৩] রাজার পক্ষে উত্থান গুণটি ব্রত বলে গণ্য হওয়া উচিত। কারণ অর্থের মূলই হল উত্থান ও অনুত্থান সকল প্রকার অনর্থের মূল তা বিশেষভাবে ব্যক্ত হয়েছে।[১৪] কৌটিল্য মনে করেন রাজা উত্থান গুণযুক্ত হলে রাজভৃত্য বা রাজকর্মচারিগণ নিজেরাও সেই গুণবিশিষ্ট হয়ে পড়েন। আবার তারা প্রমাদযুক্ত অর্থাৎ কর্তব্যকার্যে অনবধানযুক্ত দেখলে নিজেরাও প্রমাদযুক্ত হয়ে পড়ে এবং রাজকার্য নষ্ট করে ফেলে।[১৫]

রাজধর্মপালনের উদ্দেশ্য

রাজা রাষ্ট্রের কর্ণধার ও অসীম শক্তিধর। রাজ্যরূপ রথ পরিচালনার জন্য রাজাকে তাই কতগুলো কর্তব্য পালন করতে হয়। কারণ অধিকার, কর্তব্য, কোন কাজ সুষ্ঠুভাবে পালনের ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে। প্রজাপুঞ্জের অধিকার রাজা সুরক্ষিত রাখেন সুতরাং প্রজাগণ অধিকার লাভের বিনিময়ে উপযুক্ত কর্তব্য সম্পাদন করেন। রাজা নিজ ক্ষমতাবলে যে-সব কাজ করেন সেগুলোকেও কর্তব্য বলে ধরে নেয়া যায়। রাজার রাজস্বগ্রহণের ক্ষমতা আছে তাই রাজস্বগ্রহণ তাঁর কর্তব্য। বিচারক্ষমতা আছে বলেই রাজা অপরাধীর দণ্ডবিধান করেন ও দোষী ব্যক্তিকে শাস্তি দেন। এগুলোই রাজ কর্তব্য।

কার্যনির্বাহোপযোগী কর্তব্য

মহাভারতে ক্ষাত্রধর্মের বিশেষ প্রশংসা করে বলা হয়েছে যে সমস্ত ধর্মের রক্ষিতাই ক্ষত্রিয়।[১৬] কৌটিল্য বলেছেন- "বর্ণাশ্রমধর্ম পালিত হলে একটি স্বর্গ এবং মোক্ষের সাধন হতে পারে। স্বধর্মের উন্নয়ন ঘটলে সমাজে কর্মসঙ্কর ও বর্ণসঙ্কর উপস্থিত হয় ও সমাজ উচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সুতরাং পৃথিবী জয় করার পর বিজিগীষু রাজা বর্ণ ও আশ্রমগুলো সঙ্গতরূপে বিভাগ করে স্বধর্মানুসারে পৃথিবী ভোগ করবেন।"[১৭] দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন দ্বারা প্রজারক্ষণই রাজার শ্রেষ্ঠ ধর্ম।

বিচারবিভাগ

প্রাচীন রাজতন্ত্রে বিচার বিভাগে রাজাই ছিলেন সর্বময় কর্তা। ব্যবহারদর্শনেচ্ছুক রাজা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও মন্ত্রণাকুশল মন্ত্রিবর্গের সঙ্গে বিনীতভাবে ধর্মাধিকরণ সভায় প্রবেশ করতেন। সেখানে উপবেশন করে দক্ষিণ বাহু বের করে রাজা অর্থী প্রত্যর্থীর সকল কার্য অবলোকন করতেন। *মনুসংহিতা*, *শুক্রনীতিসার* ও *মহাভারতেও* এরূপ রীতি পরিলক্ষিত হয়।[১৮] সুবিচারের মাধ্যমে প্রজাপুঞ্জের মনোরঞ্জন বিধানে অক্ষম রাজা প্রজাগণের বিরূপ ভাজন হয়। কার্যার্থী রাজসভায় পৌছালে যাতে দ্রুত তার কার্যসম্পন্ন হয় সে-বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া উচিত এ কথা কৌটিলীয় *অর্থশাস্ত্রেও* পাওয়া যায়।[১৯] বিচার বিভাগীয় আইন কানুন যেমন সাক্ষ্য, শপথগ্রহণ ও সত্যমিথ্যা নিরূপণ ইত্যাদি বিষয়ে *মনুসংহিতার* অষ্টম অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে।[২০]

ব্যবস্থাপক বা আইনসম্বন্ধীয় কর্তব্য

ঋণগ্রহণ ইত্যাদি কার্য যার মধ্যে পঠিত সেই অষ্টাদশপ্রকার বিবাদমূলক ব্যবহার কার্যসকল প্রত্যহ দেশজাতি কুলাচারানুগত হেতু এবং শাস্ত্রীয় সাক্ষিলেখ্যাদি প্রমাণ দিয়ে রাজা পৃথক পৃথক করে বিচার করবেন *মনুসংহিতায়* এ বিষয়ে বলা হয়েছে।[২১] প্রাচীনকালে সর্বাধিক দশ ও সর্বনিম্ন তিনজন বেদজ্ঞ

ব্রাহ্মণ[২২] নিয়ে সংসদ গঠিত হতো এবং তাঁরাই আইন প্রণয়ন করতেন। প্রধান বিচারপতি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ হবেন একথা বিশেষভাবে বলা থাকলে, অভাবে ধর্মজ্ঞ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যও হতে পারেন তার নিদর্শনও পাওয়া যায়। কিন্তু শুদ্র কখনও বিচারক হতে পারতেন না।[২৩]

শাসনসম্পর্কিত কর্তব্য

শাসন বিভাগীয় কার্যাবলিকে দুভাগে বিভক্ত করা হতো। (১) রাজকর্মচারী নিযুক্তি (২) শাসন বিভাগীয় সমস্যার সমাধান। পুরুষানুক্রমে রাজার সেবক, বেদাদি ধর্মশাস্ত্রে পারদর্শী এবং যারা স্বয়ং বীর ও শাস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ এরূপ সাত আটজন মন্ত্রীকে রাজা নিযুক্ত করবেন।[২৪] এছাড়াও সুবুদ্ধি, স্থিরস্বভাব, ন্যায়পথে ধনার্জনকারী শুদ্ধপ্রকৃতি এবং ধর্মাদি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এই প্রকার আরও কয়েকজন অমাত্যকে রাজা নিযুক্ত করবেন।[২৫]

ধর্মসমাজসম্পর্কিত কর্তব্য

অথর্ববেদবিহিত কার্যসকল সম্পাদনার্থে কুলপুরোহিত এবং যজ্ঞাদি কার্যনির্বাহার্থে ঋত্বিকদেরকে নিয়োজিত করা রাজার অন্যতম কর্তব্য।

রাজস্বসম্বন্ধীয় কর্তব্য

কর নির্ধারণ ও কর আদায় উভয়ই রাজার রাজস্বসম্পর্কিত কর্তব্যসমূহের অন্যতম। কর নির্ধারণ ব্যাপারে অনুসরণীয় নীতি হচ্ছে যাতে রাজা নিজে এবং যারা এই কাজে ব্যাপৃত আছে তারা উপযুক্ত পরিমাণে তাদের পরিশ্রমোচিত পারিতোষিক পায়- এই দিকে বিশেষ লক্ষ্য রেখে এবং রাজ্যের পরিস্থিতি সম্যক উপলব্ধি করে রাজা কর নির্ধারণ বিষয়ে যত্নবান হবেন। *মনুসংহিতায়* বলা হয়েছে "কোন ভাবে প্রজাদের মূলধনের ক্ষতি না হয় এরূপভাবে জলৌকার রক্তপাতের মতো, বাছুরের দুধ পানের মতো এবং ভ্রমরের মধুপানের মতো অল্প অল্প করে প্রজাদের কাছ থেকে রাজা বার্ষিক কর গ্রহণ করবেন।[২৬]

সামরিক কর্তব্য

একমাত্র রাজাই তার বাসস্থান বা দুর্গ নির্মাণ করবেন *মহাভারত* ও *মনুসংহিতায়* তার পরিচয় পাওয়া যায়।[২৭] যুদ্ধই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। তাই যুদ্ধার্থে আহূত হয়ে রাজা কখনও যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হবেন না। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন যুদ্ধে নিহত হলে স্বর্গলাভ করবে, জয়লাভ করলে পৃথিবী ভোগ করবে, অতএব হে কৌন্তেয়! যুদ্ধের জন্য কৃতনিশ্চয় হয়ে উত্থিত হও। ক্ষত্রিয়দের কাছে ধর্মযুদ্ধ অপেক্ষা মঙ্গলজনক আর কিছু নেই।[২৮]

শিক্ষাসম্পর্কিত কর্তব্য

শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশে তৎপরতা রাজার কর্তব্যের অন্যতমরূপে বিবেচিত। প্রতিদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠে বেদজ্ঞ ও নীতিশাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের সেবা করা রাজার কর্তব্য এবং তাঁদের আদেশ অনুসরণ করে চলাও রাজকর্তব্য। *মহাভারতে* বলা হয়েছে ধার্মিক রাজা প্রজাপালনের মাধ্যমে দশসহস্রবৎসর স্বর্গসুখ ভোগে সক্ষম হন।[২৯] প্রাচীন ভারতে কখনও অবাধ নিঃশর্ত রাজকীয় ক্ষমতাকে স্বীকার করা হয়নি।

অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ

প্রাচীন ভারতে মনে করা হতো রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ব্যক্তি ও সমাজজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে সকলের জন্য ন্যায় সুনিশ্চিত করা। মনে করা হতো জিতেন্দ্রিয় রাজা নিজেই নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারবেন। ক্ষমতার অপব্যবহারও হবে না। রাজার ক্ষমতার বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণগুলোকে রাজনৈতিক, ধর্মীয়, জনগণতান্ত্রিক বা দমনমূলক এই তিন ভাগে ভাগ করা যায়। রাজার উপরে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ কার্যকরী হতো আইন বা বিধান, প্রথা ও প্রচলিত নিয়মকানুন, জনমত, মন্ত্রী বা অমাত্য এবং সভাসমিতির মাধ্যমে। রাজার রাষ্ট্রীয়জীবন শ্রুতি ও স্মৃতির ধর্মীয় অনুশাসনের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। রাজার কাজ ছিল অনুশাসনগুলোর প্রয়োগমাত্র, তার আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ছিল না। রাজক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ আসত জনমতের কাছ থেকে। অতীত ভারতে রাজা স্বেচ্ছায় রাজ্যশাসন করতে পারতেন না। মন্ত্রী ও অমাত্যদের সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাজাকে কাজ করতে হতো। প্রাচীন ভারতে রাজধর্মপালনের এই উপায়কে অমাত্যতন্ত্র (ministocracy) বলা হতো। বিশাখদত্ত প্রণীত মুদ্রারাক্ষসে সচিবায়ত্ততন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। রাজা অসৎ, অধর্মপরায়ণ, অত্যাচারী হলে দেবতারা তাকে সবকিছু থেকে বঞ্চিত করেন। রাজা নহুষ ধর্মপরায়ণ ও প্রজাবৎসল রাজা ছিলেন। মৃত্যুর পর দেবতারা রাজা নহুষকে স্বর্গে রাজত্ব ও প্রভূত ঐশ্বর্য দান করলেন। কিছু দিন পর নহুষের পুণ্যফল ক্ষয়প্রাপ্ত হলো। ইন্দ্রপত্নী শচীকে কামনা করলে দেবতারা তাকে স্বর্গ থেকে নরকে পতিত করেন।

জনগণতান্ত্রিক বা দমনমূলক নিয়ন্ত্রণ

অত্যাচারী রাজা বিনষ্ট হন এই বিশ্বাস যেমন ছিল তেমনি অত্যাচারী রাজাকে বিনাশ করা প্রজাদেরও কর্তব্য ছিল। তখন প্রজাবিপ্লব সংঘঠিত হতো। এই প্রজাবিপ্লবকে জনগণতান্ত্রিক বা দমনমূলক নিয়ন্ত্রণ বলা যেতে পারে। এই বিপ্লব বা বিদ্রোহ প্রজাদের অধিকার নয় কর্তব্য। রাজার কর্তব্য ধর্মানুসারে প্রজাপালন। সে কাজে ব্যর্থ হলে প্রজার কর্তব্য রাজাকে ক্ষমতাচ্যুত করা । *মহাভারতে* যুধিষ্ঠিরকে ভীষ্ম বলেছিলেন, রাজা যদি তার কর্তব্যপালন না করেন, বণিকদের স্বার্থ অবহেলা করেন, শত্রুদের প্রতি উদাসীন হন তাঁর প্রজাবর্গ গলিত শবের উপর শকুনের মত পতিত হবে।[৩০] ভারতবর্ষে লোকায়ত সার্বভৌমিকতার (Popular sovereignty) ধারণা ছিল। দ্বিতীয়ত লোকায়ত সার্বভৌমিকতার ধারণা প্রজাদের সার্বভৌম অধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু প্রাচীন ভারতে প্রজা বা রাজার অধিকার স্বীকৃত ছিল না। রাজা তার কর্তব্যে ব্যর্থ হলে প্রজার কর্তব্য হিসেবেই বিপ্লব বা রাজহত্যাকে সমর্থন করা হতো।

রাজধর্মের বর্তমান প্রেক্ষাপট

প্রাচীনকালে শাসক বা সরকার ছিল সর্বময়কর্তা এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকারী। এখন সেক্ষেত্রে এসেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। রাষ্ট্র হঠাৎ গঠিত হয়নি, হয়েছে মানব জীবনের বৃহত্তর প্রয়োজনের তাগিদে। রাষ্ট্রের উৎপত্তিতে ঐশ্বরিক মতবাদ, বলপ্রয়োগ মতবাদ, পিতৃতান্ত্রিক মতবাদ, সামাজিক চুক্তি মতবাদ, ঐতিহাসিক মতবাদের চিন্তাধারা রয়েছে।

রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য

দার্শনিক প্লেটোর মতে সুন্দর জীবন যাপনের জন্য রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর মূল উদ্দেশ্য জনগণের কল্যাণ করা। ব্যক্তি রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। রাষ্ট্র সমগ্র জিনিস আর ব্যক্তি হলো অংশমাত্র। ম্যাকাইভার বলেন রাষ্ট্র হলো এর সদস্যদের উপর প্রভাব বিস্তারকারী (State is the supreme over its members)। লকের মতে ব্যক্তির সম্পদ রক্ষা করা। আজকে রাষ্ট্র মানেই জাতীয় রাষ্ট্র। পুরাকালে নগর রাষ্ট্রের কর্মসীমা ছিল সংকীর্ণ। সে সময়ে জনগণ অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন ছিল না।

রাজতন্ত্র

রাজতন্ত্রে রাজার ক্ষমতা হয় লাগামহীন। ব্রিটেনে ১৬৮৮ সালের পূর্বে এরকম রাজতন্ত্র প্রবর্তিত ছিল। ফ্রান্সের রাজা চতুর্দশ লুই একজন অসীম ক্ষমতার রাজা ছিলেন। তিনি রাষ্ট্রের সকল বিষয় নিজ হাতে নিয়ন্ত্রণ করতেন বলে নিজেই মনে করতেন 'আমিই রাষ্ট্র।' একজন ব্যক্তি খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারে বলে একক শাসকের প্রভাব ভাল ফল বহন করে। কিন্তু সমগ্র রাষ্ট্রের জনসাধারণের ভালমন্দ এক ব্যক্তির সিদ্ধান্ত অনুসারে গৃহীত ও স্থির হতে পারে না। সীমাহীন রাজতন্ত্র যে দেশে প্রচলিত আছে সেখানেই রয়েছে তার কলঙ্কময় ইতিহাস। জনগণের মন মানসিকতা দুর্বল হয়, গণতন্ত্রের পথ রোধ হয়। এ হলো চরম রাজতন্ত্রের খারাপ দিকগুলো থেকে এই রাজতন্ত্রকে সমর্থন করা যায় না। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের ধারণায় সীমিত রাজতন্ত্রে রাজার হাতে শাসনতান্ত্রিক তেমন কোন ক্ষমতা থাকে না। সকল ক্ষমতা পার্লামেন্ট ও ক্যাবিনেটের হাতে থাকে। তারাই দেশের শাসন কর্মের সকল কিছু পরিচালনা করেন। রাজার হাতে কিছু আনুষ্ঠানিক ক্ষমতা দেয়া থাকে মাত্র। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তিনি কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। এই প্রকার রাজা আছেন ইংল্যাণ্ড, জাপান, বেলজিয়াম, হল্যান্ড, নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক, স্পেন, থাইল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে। বর্তমানে ব্রিটেন ও জাপানে এ ধরণের রাজতন্ত্র বলবৎ আছে। বলা হয় ব্রিটেনের রাজা রাজত্ব করেন কিন্তু শাসন করেন না। শাসন করার ক্ষমতা তার নেই। তিনি নামমাত্র প্রধান, আসল ক্ষমতা থাকে প্রধানমন্ত্রীর হাতে। ব্রিটেনে রাজার নামে দেশ শাসিত হলেও প্রকৃত ক্ষমতা থাকে প্রধানমন্ত্রী ও ক্যাবিনেটের উপর। একে সাক্ষিগোপাল বা পুতুল রাজা (Puppet Monarch) বলা যায়। নেপালে রাজতন্ত্র বাতিল হয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সংসদীয় সরকার। ভুটানের রাজা জিগমে উয়াংচুং দেশে সংসদীয় সরকার চালু করার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। দেশে পার্লামেন্টারী শাসন চালু করে তার উপর রাজাকে অভিশংসন ক্ষমতা প্রদানের কথা উল্লেখ করেন।

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা

গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সরকার নির্বাচনের মতো বেদে, *রামায়ণে*, *মহাভারতে* পরবর্তীতে পালযুগে মন্ত্রিসভার সদস্যদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে রাজা নির্বাচনের উদাহরণ মেলে। সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে একটি সাম্রাজ্য কল্পনা করা যায়। সেক্ষেত্রে কৌটিল্য তার নাম দিয়েছিলেন 'চক্রবর্তীক্ষেত্র' একটি সুপ্রতিষ্ঠিত এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার এককেন্দ্রিক বিষয় হিসেবে রাজতন্ত্রই অর্থশাস্ত্রপ্রণেতার ঈপ্সিত ছিল। বর্তমান যুগে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের অস্তিত্ব রয়েছে। কেন্দ্রের সাথে প্রদেশের সম্পর্কের ভিত্তিতে সরকার এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রে বিভক্ত।

মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার

এই সরকারে দুপ্রকার শাসক প্রধান দেখা যায়। নামমাত্র এবং প্রকৃত শাসক প্রধান। প্রকৃত শাসক প্রধান সরকার প্রধান এবং নামমাত্র শাসক প্রধান রাষ্ট্রপ্রধান নামে পরিচিত।

প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্ব

প্রধানমন্ত্রী সমগ্র শাসনের কেন্দ্রবিন্দু। তাঁকে ঘিরেই সবকিছু পরিচালিত হয়। ব্রিটেনে প্রধানমন্ত্রী হলেন রাজার প্রধান পরামর্শদাতা। তিনি রাজা, জনগণ ও সংসদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করেন। কোন মন্ত্রীকে কোন দায়িত্ব দিতে হবে তা স্থির করেন।

সংসদীয় সরকার

এখানে পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত হয়। বাংলাদেশ ও ভারতবর্ষে সংসদীয় গণতন্ত্র বিদ্যমান। রাষ্ট্রপতি নামমাত্র রাষ্ট্রের পতি, প্রধানমন্ত্রী ও নির্বাচিত সংসদ রাষ্ট্রপরিচালনার গুরু দায়িত্ব পালন করেন। আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা শাসন বিভাগের কাজ। শাসন বিভাগের বা সরকার প্রধান হিসেবে প্রধানমন্ত্রী এ ব্যাপারে দায়ী। আইনজীবী, পুলিশ প্রশাসন, সুধীসমাজ সকলেরই দায়িত্ব দেশ ও জাতিকে সঠিক পথে চালিত করা। বুদ্ধের সময়ে তার কাছাকাছি রাষ্ট্রগুলোর রাজনৈতিক পরিমণ্ডল ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এমনকি মতের মিল না হলে বর্তমান কালের ভেটো দেয়ার মত ভোটাভুটির ব্যবস্থাও ছিল। রাজা রাজদণ্ডের ধারক ও বাহক। বর্তমান প্রেক্ষাপটে সরকার পদ্ধতি আলোচনাবসরেও দেখা গেল রাষ্ট্রযন্ত্রে রাজতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র, গণতন্ত্র যে পদ্ধতির শাসন চালু থাক না কেন জনগণ অর্থাৎ প্রজাবৃন্দ ও জনপদ, রাজ্য বা রাষ্ট্রের পরিসরে জনহিতেরই জয়গান ঘোষিত হয়েছে।

রাজতন্ত্রে রাজার হাতে ক্ষমতা হয় কুক্ষিগত। রাজাকে সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড এই উপায়চতুষ্টয়ের প্রয়োগ করতে হতো কৃত্য অর্থাৎ নিজরাজ্যে যে-সব প্রজা সন্তুষ্ট তাদেরকে সন্তুষ্ট করে বশীভূত করা এবং অকৃত্য অর্থাৎ যারা রাজার প্রতি অসন্তুষ্ট তাদেরকে মধুর বাক্য, পারিতোষিক, মানপ্রদর্শনে তুষ্ট করা এবং সবশেষে শাস্তিবিধানের মতো কঠোর উপায় অবলম্বন করতে হতো। রাজা সুশাসক না হলে, অশোকের মতো 'সব মুনিসে পজা মম' নীতিতে নিষ্ঠ না হলে সবলের উৎপীড়নে দুর্বল পীড়িত হয়। রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, অরাজকতার সৃষ্টি হয়। রাজ্যে মাৎস্যন্যায়ের অবস্থা বিরাজ করে।

রামায়ণে রাম রাজ্য প্রতিষ্ঠার আদর্শ, *মহাভারতে* যুধিষ্ঠিরের সিংহাসনে আরোহণের আগে রাজধর্মের স্বরূপ জানার আকাঙ্ক্ষা, দেবকুলে দেবরাজ ইন্দ্রের মহত্ব প্রতিষ্ঠা সবই আদর্শ রাজতন্ত্রের মহিমা প্রতিষ্ঠার জন্য। বর্তমান যুগে রাজতন্ত্র নেই। যদিও একনায়কতন্ত্র বা স্বৈরশাসকের অস্তিত্ব রয়েছে। এখন শাসন, বিচার, আইন, সংসদীয় গণতন্ত্র সর্বত্রই প্রভুত্বের প্রতিচ্ছবি।

উপসংহার:

রাজধর্মের স্বরূপ প্রকৃতি বর্ণনা ছাড়া রাজধর্মপালনের গুরুত্ব ও উদ্দেশ্য নিরূপণ করা সম্ভব নয়। লোকস্থিতি রক্ষাই রাজার উদ্দেশ্য। রাজা রাষ্ট্রের কর্ণধার ও অসীম শক্তিধর। রাজ্যরূপ রথ

পরিচালনার জন্য রাজাকে তাই কতগুলো বিশেষ কর্তব্য পালন করতে হয়। কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রে যথার্থই বলেছেন- "সহায়সাধ্যং রাজত্বং চক্রমেকং ন বর্ততে।"[৩১] রাজা প্রজাপুঞ্জের অধিকার সুরক্ষিত রাখেন সুতরাং প্রজাগণ অধিকার লাভের বিনিময়ে উপযুক্ত কর্তব্য সম্পাদন করেন। প্রজার সুখেই রাজার সুখ, প্রজার হিতে রাজার হিত, প্রজার যা প্রিয় তা রাজারও প্রিয়, নিজের প্রিয় কোন কিছুই নেই।[৩২] এই প্রবন্ধে রাজধর্মপালনের বিভিন্ন উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও গুরুত্ব তাই সুষ্ঠুভাবে বর্ণিত হয়েছে।

তথ্যসূচি:

---

১ "নরাণাঞ্চ নরাধিপম্"- বেদব্যাস, *মহাভারতম্*, পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পা., ১ম খণ্ড (কলিকাতা: বঙ্গবাসী মুদ্রণযন্ত্র, ১৮৩০ শকাব্দ), ৬.৩৪.২৭, পৃ. ৮৭৯

২ (ক) "অরাজকে জনপদে দোষা জায়ন্তি বৈ সদা।
উদ্‌বৃত্তং সততং লোকং রাজা দণ্ডেন শাস্তি বৈ॥
দণ্ডাৎ প্রতি ভয়ং ভূয়ঃ শান্তিরুৎপদ্যতে তদা।
নোদ্বিগ্নশ্চরতে ধর্ম্মং নোদ্বিগ্নশ্চরতে ক্রিয়াম্ ॥

মনুষ্যাণাঞ্চ যো ধাতা রাজা রাজ্যকরঃ পুনঃ।
দশশ্রোত্রিসমো রাজা ইত্যেবং মনুরব্রবীৎ॥"- *তদেব*, ১.৪১.২৭-৩১, পৃ. ৫৫
(খ) "রাগী যুক্তঃ পচমানো'ত্মহেতোর্মূর্খো বক্তা নৃপহীনঞ্চ রাষ্ট্রম্ ।
এতে সর্ব্বে শোচ্যতাং যান্তি রাজন্ যশ্চাযুক্তঃ স্নেহহীনঃ প্রজাসু ॥"- *তদেব*, ১২.২৯০.২৬, পৃ. ১৭২৭
(গ) "যদীমানি হবীংষীহ বিমথিষ্যন্তসাধবঃ।
ভবতা বিপ্রহীনানি প্রাপ্তং ত্বামেব কিল্বিষম্ ॥"- *তদেব*, ১২.৮.১০, পৃ. ১৩৮১

৩ "নারাজকে জনপদে সিদ্ধার্থা ব্যবহারিণঃ।
কথাভিরভিরজ্যন্তে কথাশিলাঃ কথাপ্রিয়ৈঃ ॥
নারাজকে জনপদে তূদ্যানানি সমাগতাঃ।
সায়াহ্নে ক্রীড়িতুং যান্তি কুমার্য্যো হেমভূষিতাঃ ॥"- বাল্মীকি, *রামায়ণম্*, ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী সম্পা., ১ম খণ্ড (কলিকাতা: নিউ লাইট প্রকাশনী, ১৯৯৬ খ্রি.), ২.৬৭.১৬-১৭, পৃ. ৩৫৮

৪ "স্বে স্বে ধর্মে নিবিষ্টানাং সর্বেষামনুপূর্বশঃ।
বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ রাজা সৃষ্টো'ভিরক্ষিতা ॥"- মনু, *মনুস্মৃতি*, গঙ্গানাথ ঝাঁ সম্পা., ২য় খণ্ড (কলিকাতা: রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৩৯ খ্রি.), ৭.৩৫, পৃ. ১১

৫ "স্বধর্মঃ স্বর্গায়ানন্ত্যায় চ। তস্যাতিক্রমে লোকঃ সঙ্করাদুচ্ছিদ্যেত। ব্যবস্থিতার্যমর্যাদঃ কৃতবর্ণাশ্রমস্থিতিঃ। ত্রয্যা হি রক্ষিতো লোক প্রসীদতি ন সীদতি।"- কৌটিল্য, *কৌটিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্রম্*, মানবেন্দু বন্দোপাধ্যায় সম্পা., ১ম খণ্ড (কলিকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪০৪ বঙ্গাব্দ), ১.৩.৩, পৃ. ১৫

৬ "তস্য ধর্মঃ প্রজারক্ষা বৃদ্ধপ্রাজ্ঞোপসেবনম্।
দর্শনং ব্যবহারাণামুত্থানং চ স্বধর্মসু ॥"- নারদ, *নারদস্মৃতি*, নারায়ণ চন্দ্র স্মৃতিতীর্থ সম্পা. (ভাটপারা: বীণাপাণি মুদ্রণ যন্ত্র, ১৮৭৩ শকাব্দ), প্রকীর্ণক অংশ, পৃ. ২০৫

৭ "তথৈব ক্ষত্রিয়াদীংশ্চ স্বে স্বে কর্মণি যোজয়েৎ।
যং স্বধর্মং পরিত্যজ্য পরধর্মং সমাচরেৎ।
তং শতেন নৃপো দণ্ডং পুনস্তস্মিন্ নিয়োজয়েৎ ॥"- বেদব্যাস, *কালিকাপুরাণম্ (*পুণা: আনন্দাশ্রম সংস্কৃত সিরিজ, ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ), ৮৫.৬-৭, পৃ. ২৩০

৮ (ক) "এতৈরেব গুণৈর্যুক্তো রাজা শাস্ত্রবিশারদঃ।
ত্রষ্টব্যো ধর্মপরমঃ প্রজাপালনতৎপরঃ ॥
ধীরো ঽমর্ষী শুচিস্তীক্ষ্ণঃ কালে পুরুষকালবিৎ।
শুশ্রূষুঃ শ্রুতবান্ শ্রোতা উহাপোহবিশারদঃ ॥

যুক্তদণ্ডো ন নির্দ্দণ্ডো ধর্মকার্য্যানুশাসনঃ।
চারনেত্রঃ প্রজাবেক্ষী ধর্মার্থকুশলঃ সদা ॥
রাজা গুণশতাকীর্ণ ত্রষ্টব্যস্তাদৃশো ভবেৎ।
যোধাশ্চৈব মনুষ্যেন্দ্র সর্ব্বে গুণগণৈর্বৃতাঃ ॥"- বেদব্যাস, *মহাভারতম্*, ২য় খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, ১২.১১৮.১৬-২৩, পৃ. ১৪৮৯-১৪৯০।
(খ) "সর্বসংগ্রহেণ যুক্তো নৃপো ভবতি যঃ সদা।
উত্থানশীলো মিত্রাঢ্যঃ স রাজা রাজসত্তমঃ ॥"- *তদেব*, ১২.১১৮.২৭, পৃ. ১৪৯০

৯ "ন চৈকপুত্রমবিনীতং রাজ্যে স্থাপয়েৎ।"- কৌটিল্য, *কৌটিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্রম্*, ১ম খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, ১.১৭.৫, পৃ. ৬৬

১০ *ঐতরেয় ব্রাহ্মণ*, চিমনাজী আপ্তে সম্পা. (পুণাঃ আনন্দাশ্রম মুদ্রণালয়, ১৯৩১ খ্রি.), ৮.৩.১, পৃ. ২১৬

১১ Ashok Chausalkar ''*Power, Legitimacy and Authority in Ancient India*''- In Political Science Review, Jaipur, University of Rajasthan, 1977 A.D. vol. 16, No. 1. 59-70.

১২ বেদব্যাস, *মহাভারতম্*, ২য় খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, ১২.৬৭, ১৪-২১, পৃ. ১৪৪৩

১৩ "মহোৎসাহঃ স্থূললক্ষ্মঃ কৃতজ্ঞো বৃদ্ধসেবকঃ।
বিনীতঃ সত্ত্বসম্পন্নঃ কুলীনঃ সত্যবাক্ শুচিঃ ॥"- যাজ্ঞবল্ক্য, *যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি*, নারায়ণ রাম আচার্য সম্পা. (বোম্বে : নির্ণয় সাগর প্রেস, ৫ম সংস্করণ, ১৯৪৯ খ্রি.), ১.৩০৯, পৃ. ১০৭

১৪ (ক) "রাজ্ঞো হি ব্রতমুত্থানম্।"- কৌটিল্য, *কৌটিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্রম্*, ১ম খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, ১.১৯.৫, পৃ.৭৪
(খ) "অর্থস্য মূলমুত্থানমনর্থস্য বিপর্যয়ঃ।"- *তদেব*।

১৫ "রাজানমুত্তিষ্ঠমানং অনুত্তিষ্ঠন্তে ভৃত্যাঃ। প্রমাদ্যন্তং অনুপ্রমাদ্যন্তি। কর্মাণি চাস্য ভক্ষয়ন্তি।"- *তদেব*, ১.১৯.১, পৃ. ৭১

১৬ "ক্ষাত্রধর্মেণ ধর্মজ্ঞ প্রাপ্য রাজ্যং সুদুর্লভম্।
জিত্বা চারীন্নরশ্রেষ্ঠ তপ্যতে কিং ভৃশং ভবান্।
ক্ষত্রিয়াণাং মহারাজসংগ্রামে নিধনং মতম্।
বিশিষ্টং বহুভির্যজ্ঞৈঃ ক্ষাত্রধর্মমনুস্মর ॥"- বেদব্যাস, *মহাভারতম্*, ২য় খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, ১২.২২.২- ৩, পৃ. ১৩৯৫

১৭ (ক) "স্বধর্মঃ স্বর্গায়ানন্ত্যায় চ। তস্যাতিক্রমে লোকঃ সঙ্করাদুচ্ছিদ্যেত।"- কৌটিল্য, *কৌটিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্রম্*, ১ম খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, ১.৩.৩, পৃ. ১৫
(খ) "বর্ণাশ্রমাচারযুক্তো বর্ণাশ্রমবিভাগবিৎ।
পাতা বর্ণাশ্রমাণাং চ পার্থিবঃ স্বর্গলোকভাক্ ॥"- কামন্দক, *কামন্দকীয় নীতিসার*, মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পা. (কলিকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৯৯ খ্রি.), ২.৩৫, পৃ. ৯

১৮ (ক) "তত্রাসীনঃ স্থিতো বাপি পাণিমুদ্যম্য দক্ষিণম্ ।
বিনীতবেশাভরণঃ পশ্যেৎ কার্যাণি কার্যিণাম্ ॥"- মনু, *মনুস্মৃতি*, *প্রাগুক্ত*, ৮.২, পৃ. ৭১
(খ) "ব্যবহারেষু ধর্মেষু যোক্তব্যাশ্চ বহুশ্রুতাঃ।"- বেদব্যাস, *মহাভারতম্*, ২য় খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, ১২.২৪.১৮, পৃ. ১৩৯
(গ) "ব্যবহারান্ দিদৃক্ষুস্তু ব্রাহ্মণৈঃ সহ পার্থিবঃ।
মন্ত্রজ্ঞৈর্মন্ত্রিভিশ্চৈব বিনীতঃ প্রবিশেৎ সভাম্ ॥"- শুক্র, *শুক্রনীতিসার* জীবানন্দ বিদ্যাসাগর সম্পা. (কলিকাতা: সরস্বতী মুদ্রণযন্ত্র, ১৮৮২ খ্রি.), ৫.৪৫, পৃ. ৪৩০।

১৯ "উপস্থানগতঃ কার্যার্থিনামদ্বারাসঙ্গং কারয়েৎ। দুর্দর্শো হি রাজা কার্যাকার্যবিপর্যাস সমাসন্নৈঃ কার্যতে। তেন প্রকৃতিকোপমরিবশং বা গচ্ছেৎ।"- কৌটিল্য, *কৌটিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্রম্*, ১ম খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, ১.১৯.৪, পৃ. ৭৩

২০ "যথা নয়ত্যসৃক্পা তর্ম্যগস্য মৃগয়ঃ পদম্।
নয়েৎ তথানুমানেন ধর্মস্য নৃপতিঃ পদম্ ॥
সত্যমর্থঞ্চ সম্পশ্যেদাত্মানমথ সাক্ষিণঃ।
দেশং রূপঞ্চ কালঞ্চ ব্যবহারবিধৌ স্থিতঃ ॥

কৌটিসাক্ষন্তু কুর্বাণাংশ্ত্রীন্ বর্ণান্ ধামিকো নৃপঃ।
প্রবাসয়েদ্দণ্ডয়িত্বা ব্রাহ্মণন্তু বিবাসয়েৎ ॥"- মনু, *মনুস্মৃতি*, *প্রাগুক্ত*, ৮.৪৪-১২৩, পৃ. ৯২-১২৮

২১ "প্রত্যহং দেশদৃষ্টৈশ্চ শাস্ত্রদৃষ্টৈশ্চ হেতুভিঃ।
অষ্টাদশসু মার্গেষু নিবদ্ধানি পৃথক পৃথক ॥"- *তদেব*, ৮.৩, পৃ. ৭৩

২২ (ক) "সো'স্য কার্য্যাণি সম্পশ্যেৎ সভ্যৈরেব ত্রিভির্বৃতঃ।
সভামেব প্রবিশ্যাগ্রামাসীনঃ স্থিত এব বা ॥"- *তদেব*, ৮.১০, পৃ. ৭৮
(খ) "অপশ্যতা কার্যবশাদ্ ব্যবহারাণ্ নৃপেণ তু।
সভ্যৈঃ সহ নিযোক্তব্যো ব্রাহ্মণঃ সর্বধর্মবিৎ ॥"- যাজ্ঞবল্ক্য, *যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি*, *প্রাগুক্ত*, ২.৩, পৃ. ১২৬

২৩ "জাতিমাত্রোপজীবী বা কামং স্যাদ্ ব্রাহ্মণব্রুবঃ।
ধর্মপ্রবক্তা নৃপতের্ন তু শূদ্রঃ কথঞ্চন ॥"- মনু, *মনুস্মৃতি*, *প্রাগুক্ত*, ৮.২০, পৃ. ৮১

২৪ "মৌলান্ শাস্ত্রবিদঃ শূরান্ লব্ধলক্ষান্ কুলোদ্গতান্।
সচিবান্ সপ্ত চাষ্টৌ বা প্রকুর্বীত পরীক্ষিতান্ ॥"- *তদেব*, ৭.৫৪, পৃ. ১৭

২৫ "অন্যানপি প্রকুর্বীত শুচীন্ প্রাজ্ঞানবস্থিতান্
সম্যগর্থসমাহর্তৃনমাত্যান্ সুপরীক্ষিতান্।"- *তদেব*, ৭.৬০, পৃ. ২০

২৬ "যথাল্পাল্পমদন্ত্যাদ্যং বার্যোকো-বৎস-ষট্পদাঃ।
তথাল্পাল্পো গ্রহীতব্যো রাষ্ট্রাদ্রজ্ঞাদ্বিকঃ করঃ ॥"- *তদেব*, ৭.১২৯, পৃ. ৩৯

২৭ (ক) "ষড়্বিধং দুর্গমাস্থায় পুরাণ্যথ নিবেশয়েৎ।"- বেদব্যাস, *মহাভারতম্*, ২য় খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, ১২.৮৬.৪, পৃ. ১৪৬৩
(খ) "ধন্বদুর্গং মহীদুর্গমব্দুর্গং বাক্ষমেব বা
নৃদুর্গং গিরিদুর্গং বা সমাশ্রিত্য বসেৎ পুরম্ ॥"- মনু, *মনুস্মৃতি*, *প্রাগুক্ত*, ৭.৭০, পৃ. ২২

২৮ (ক) "হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয়! যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥"- বেদব্যাস, *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*, সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন সম্পা.
(কলিকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১৩৯৩ বঙ্গাব্দ), ২.৩৭, পৃ. ১০৯
(খ) "ধর্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়ো'ন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে।"- *তদেব*, ২.৩১, পৃ. ১০৮

২৯ "যদহ্না কুরুতে ধর্মং প্রজা ধর্মেণ পালয়ন্
দশবর্ষসহস্রাণি তস্য ভুঙ্‌ক্তে ফলং দিবি ॥"- বেদব্যাস, *মহাভারতম্*, ২য় খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, ১২.৭১.২৯, পৃ. ১৪৪৯

৩০ "এতেভ্যশ্চাপ্রমত্তঃ স্যাৎ সদা শত্রোর্যুধিষ্ঠির
ভারগুসদৃশা হ্যেতে নিপতন্তি প্রমাদতঃ ॥"- *তদেব*, ১২.৮৯.২২, পৃ. ১৪৬৬

৩১ কৌটিল্য, *কৌটিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্রম্*, ১ম খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, ১.৭.৩, পৃ. ২৩

৩২ "প্রজাসুখে সুখং রাজ্ঞঃ প্রজানাঞ্চ হিতে হিতম্
নাত্মপ্রিয়ং হিতং রাজ্ঞঃ প্রজানাং তু প্রিয়ং হিতম্ ॥"- *তদেব*, ১.১৯.৫, পৃ. ৭৪